50-C

শিক্ষা বিভাগের উন্নয়ন

১০-এর পাতার পর

কলেজগুলিতে অনার্স ও মাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বৎসর হইতে ১১টি কলেজের বিশেষ উন্নয়ন এবং ১৯৮৬-৮৭ সালে ৭৬টি বেসরকারী ইন্টারমেডিয়েট কলেজে বিজ্ঞানাগার নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সরবরাহের কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে। চলতি পরিকল্পনার অধীনে শুরু হইতে ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা উপখাতে ১৫১.২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

১৯৮৮ সালে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১০১৫৭টি। ইহার মধ্যে ২৬২টি সরকারী এবং ৯৮৯৫টি বেসরকারী। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,১৬,৬৮৩ জন শিক্ষক শিক্ষিকা রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিকার সংখ্যা ১১,৪৩২ জন। সরকারী প্রতিষ্ঠা সমূহে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৫,৫০৫ জন (শিক্ষিকার সংখ্যা ১,৬৯৯ জন)। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১,১১,৩৩০ জন (শিক্ষিকা ৯,৭৩৩ জন)।

১৯৮৮ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ২৮.০৭ লক্ষ (ছাত্রী সংখ্যা ৯.২৭ লক্ষ)। ইহাদের মধ্যে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১.৬৪ লক্ষ (ছাত্রী সংখ্যা ০.৭৩ লক্ষ) এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২৬.৪৩ লক্ষ (ছাত্রী সংখ্যা ৮.৫৪ লক্ষ)। মাধ্যমিক পর্যায়েও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

১৯৮৮ সালে কলেজের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮১২টি। ইহার মধ্যে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৮২টি এবং বেসরকারী কলেজের সংখ্যা ৬৩০টি। এই সকল কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মোট ২৭২১৫ জন (শিক্ষিকা ২২৬৮ জন)। সরকারী কলেজে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৬,১২৫ জন (শিক্ষিকা ১,১১৭ জন। বেসরকারী কলেজে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১১,০৯০ জন (শিক্ষিকা ১,১৫১ জন।

দেশে বর্তমানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের সংখ্যা ১০টি। এই কলেজগুলিতে ১৬০ জন শিক্ষিক-শিক্ষকা (শিক্ষিকা ৪৭ জন) এবং ৩,৬২৪ জন ছাত্রছাত্রী (ছাত্রী ১,০৪০ জন) রহিয়াছে।

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা উপখাতে ১৯৮৯-৯০ অর্থ বৎসরে ৮টি প্রকল্পের জন্য মূল আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৩২০৫.৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হইয়াছিল। বর্তমানে সংশোধিত এডিপি'তে প্রকল্পগুলির জন্য ২৮৩৭.৪৬ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হইয়াছে।

কারিগরি শিক্ষা ঃ

কারিগরি শিক্ষার জন্য তিন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এইগুলি হইতেছে-(ক) ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ ও লেদার টেকনোলজি কলেজ; (খ) ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অফ গ্লাস এন্ড সিরামিক, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট); এবং (গ) সনদ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (যেমন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট)। ১৯৮৮ সালে ভোকেশনাল এবং টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৭৭টি। এই সকল ইনস্টিটিউটে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১,৩০৭ জন (শিক্ষিকা ৪৬ জন এবং ছাত্র-ছাত্রী ১৭,৩৬০ জন (ছাত্রী ৯৯৬ জন)।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষা উপখাতে ১৬৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। চলতি পরিকল্পনাকালে ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পসমূহের জন্য ১৩৪.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বিগত বৎসরগুলিতে কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। মহিলাদের সুযোগ-সুবিধা বিধানকল্পে ঢাকায় একটি মহিলা পলিটেকনিক স্থাপনসহ ১৭টি পলিটেকনিকের প্রত্যেকটিতে মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হইয়াছে। কলেজ অফ লেদার টেকনোলজির প্রাঙ্গণে চর্ম শিল্পের জন্য একটি কমন ফিনিশিং ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন প্রকল্পের অধীনে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ ২৪,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কাসপ নির্মাণের কাজ জুন ১৯৮৭তে শেষ করা হইয়াছে। এই কলেজের চতুর্দিকে অবস্থিত চর্ম শিল্প কারখানায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে ইহা সহায়তা প্রদান করিবে। ফলে, যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানীযোগ্য চর্ম দ্রব্যাদির উৎপাদন সম্ভব হইবে। দেশের ৪টি প্রকৌশলি মহাবিদ্যালয় (বর্তমানে বাংলাদেশ ইনষ্টি অফ টেকনোলজি), ১৭টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং কারিগরী শিক্ষা পরিদপ্তরকে অধিকতর শক্তিশালীকরণ এবং কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীনে-(ক) শিক্ষক প্রশিক্ষণ, (খ) পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, (গ) শিক্ষার্থীদের শিল্প কারখানার সহিত সংযোগ স্থাপন, (ঘ) পুরাতন ইমারত সমূহের মেরামত ও সংস্কার, (ঙ) যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণ, (চ) পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন এবং (ছ) বাংলা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি কাজসহ কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ বৃত্তি প্রদান ক্ষেত্রে ১৯৮৮-৮৯ অর্থ বৎসরে ১.১৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া মোট ৯,১৮৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে।

১৯৮৭-৯০ সালে কারিগরি উপখাত ৫টি প্রকল্পের জন্য মূল্য এডিপি'তে ৩৩৮৬.০১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে সংশোধিত এডিপি'তে ২৩০০.৭৫ লক্ষ টাকা প্রস্তাব করা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাঃ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে সিলেট ও খুলনায় ২টি নূতনবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ বাংলাদেশে মোট ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৪৫৩১৭। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২৯১১ জন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অধীনে ১৫টি প্রকল্পের জন্য ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রহিয়াছে। এই অর্থের মধ্যে ডিসেম্বর ১৯৮৯ পর্যন্ত ৬৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯৮৯-৯০ সালের মূল এডিপি'তে ১১টি প্রকল্পের জন্য ১৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সংশোধিত এডিপি'তে এই প্রকল্পগুলির জন্য ১৫০৩.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

চলতি পরিকল্পনার শুরু হইতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা উপখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২০০ ছাত্রের জন্য ২টি হল নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং ৫০০ কেভি সাফ-স্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাছাড়াও ৩৭৮ জন ছাত্রীর জন্য বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল নির্মাণ এবং মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবন-এর ৩য় তলা নির্মাণ করা হইয়াছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০ জন (৪০০ ছাত্র,৪০০ ছাত্রী) ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২টি হল, প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকদের জন্য বাসভবন নির্মাণ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বিজ্ঞান ভবনের ৪র্থ তলা, ৩য় বিজ্ঞান ভবনের ৪র্থ তলা এবং ৩য় উইমেন্স হল সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২টি হল, শিক্ষক-অফিসার ও কর্মচারীদের বাসগৃহ, লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। রিসার্চ সেন্টার স্থাপনের কাজ হাতে লওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় বইপত্র, আসবাবপত্র ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ৪টি বাস ক্রয় করা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের জন্য ১টি হল, একাডেমিক ভবন, শিক্ষক ও কর্মচারীদের বাসস্থান নির্মাণ করা হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হইয়াছে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ ছাত্রের জন্য একটি হল এবং ৩০০ ছাত্রীর জন্য আরেকটি হল, প্রাধ্যক্ষ ও সহ-